মূলপাতা

পাঠক, সাবধান! ভয়ের জগতে প্রবেশ করছ তুমি! পর্ব-১

Asif Adnan

2017-11-02 18:51:42 +0600 +0600

20 MIN READ

১.

অপ্রত্যাশিতভাবে অনির্ধারিত কালের জন্য ছুটি পাওয়া গেছে। নানা কারণে নজরদারী নেই, জবাবদিহিতা নেই। চিন্তাহীন এবং আনন্দময় একটা সময়। আজ থেকে প্রায় ১৫ বছর আগের কথা। সকাল ন'টার মতো বাজছে। রোদ মাথায় নিয়ে হাক-ডাক করতে করতে বাসার সামনের আন্ডার-কন্সট্রাকশান বিল্ডিং-এর ছাদ ঢালাই-এর কাজ করছে ওয়ার্কাররা। নাস্তা শেষে এক তলার সামনের বারান্দাতে গল্পের বই নিয়ে বসলেও পুরোটা মনোযোগ বইয়ের দিকে নেই। পড়া ফেলে মাঝে মাঝেই এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। পাহাড়ী এলাকায় বাসা। কিংবা বলা যায় পাহাড় কেটে বানানো আবাসিক এলাকা। বারান্দার ডান দিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের খন্ডিত ছিটেফোঁটা।

বিক্ষিপ্ত ভাবে এদিক ওদিক তাকাবার সময় খেয়াল হল বারান্দার পাশে পাহাড়ের খন্ডিত ছিটেফোটার অংশে দাঁড়ানো কেউ একজন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বই থেকে পুরোপুরি মাথা না উঠিয়ে আড়চোখে তাকালাম। সমবয়েসী একটা ছেলে। জীর্ন-মলিন পোশাক। সম্ভবত পাতা কুড়োতে এই দিকে আসা। মনে হল আমার চাইতে হাতে ধরা বইয়ের প্রতিই দর্শনার্থীর মনোযোগ বেশি। আড়চোখে ছেলেটাকে বার দুয়েক দেখে নিয়ে কায়দা করে বইটাকে ঘুরিয়ে ধরলাম ছেলেটা যাতে পুরো প্রচ্ছদটা দেখতে পায়। মনে মনে এক গাল হেসে নিলাম। স্বাভাবিক। কেনার সময়ই বইটার প্রচ্ছদে চোখ আটকে গিয়েছিল। বইটার গল্প নিয়ে আমি সন্দিহান ছিলাম। তবুও, বলা যায় প্রচ্ছদের আকর্ষনেই অন্যান্য বইগুলোকে ফেলে এ বইটাকে বেছে নেওয়া। মনে মনে বারকয়েক নিজের পিঠ চাপড়ে দিলাম। কাজ ফেলে সমবয়েসী একটা ছেলে আমার বইয়ের প্রচ্ছদের দিকে তাকিয়ে থাকা নিঃসন্দেহে আমার সিদ্ধান্তের যথার্থতার অকাট্য প্রমাণ।

বইটা ছিল সেবা প্রকাশনীর জনপ্রিয় কিশোর হরর সিরিযের। নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে এক্স-ফাইলস, গুসবাম্পস, রসওয়েল সহ হরর/থ্রিলার/সায়েন্স ফিকশান জাতীয় বিভিন ওয়েস্টার্ন টিভি সিরিয ও সিনেমার জনপ্রিয়তার সময়ে শুরু হয়েছিল "কিশোর হরর" সিরিয। সেবা প্রকাশনীর নিয়মিত পাঠকদের কাছে, বিশেষ করে স্কুল পড়ুয়া "তিন গোয়েন্দা" পাঠকদের কাছে খুব দ্রুতই জনপ্রিয় ওঠে 'কিশোর হরর'। হরর সিরিযের জনপ্রিয়তার প্রভাবে কিছুদিন তিন গোয়েন্দা সিরিয থেকেও "কিশোর চিলার" নামে কিছু বই প্রকাশ করা হয়। আমার হাতে ধরা বইটার নাম ছিল বৃক্ষমানব। প্রচ্ছদে ছিল সবুজ রঙের বিকৃত বিকট এক মুখের ছবি। ৯৭ এ প্রকাশিত "বৃক্ষমানব" ছিল সেবা-র কিশোর হরর সিরিযের প্রথম দিকের বই এবং আমাদের (আমার এবং আপুর জয়েন্ট ভেনচার) কেনা কিশোর হরর সিরিযের প্রথম বই। লেখকের নাম, টিপু কিবরিয়া।

২.

সেবার কিশোর হরর সিরিয আর সিরিযের লেখকের নাম নানা কারণে প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। বই পড়ার নেশা দীর্ঘদিন ভোগালেও ইংরেজি গল্প আর টিভি-শোর মধ্যম মানের নকল পড়ার চাইতে সোর্স ম্যাটেরিয়াল পড়াটাই বেশি লজিকাল মনে হত। তাছাড়া স্কুলের দিনগুলোতে সম্পূর্ণ অবসর সময়টা বইয়ের জন্য বরাদ্দ থাকলেও সময়ের সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে বইয়ের জন্য বরাদ্দটা। টিপু কিবরিয়ার বিস্মৃতপ্রায় নামটা মনে করিয়ে দেয় ২০১৪ এর জুন থেকে অগাস্ট পর্যন্ত প্রকাশিত বেশ কিছু নিউয রিপোর্ট। প্রায় দু'মাস ধরে প্রকাশিত এসব রিপোর্টের সারসংক্ষেপ পাঠকের জন্য এখানে তুলে ধরছি।

আন্তর্জাতিক শিশু পর্নোগ্রাফির ভয়ঙ্কর একটি চক্র বাংলাদেশে বসেই দীর্ঘ নয় বছর ধরে পর্নো ভিডিও তৈরি করে আসছিল পথশিশুদের ব্যবহার করে। আন্তর্জাতিক শিশু পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দেশের তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। ২০১৪ এর ১০ জুন ইন্টারপোলের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে শিশু পর্ণোগ্রাফি তৈরির দায়ে সিআইডি গ্রেফতার করে টি আই এম ফখরুজ্জামান ও তার দুই সহযোগীকে। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী, এ চক্র আন্তর্জাতিক গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী ছেলেশিশুদের দিয়ে পর্নো ছবি তৈরি করতো। এ চক্রের মূল হোতা টি আই এম ফখরুজ্জামান, টিপু কিবরিয়া নামে অধিক পরিচিত। সমাজের কাছে পরিচিত দেশের একটি খ্যাতনামা প্রকাশনা সংস্থার কিশোর থ্রিলার ও হরর সিরিযের লেখক হিসেবে। এছাড়া তার বেশ কিছু শিশুতোষ গল্প উপন্যাসের বইও রয়েছে। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে এখন সামনে চলে এসেছে তার অন্ধকার জগতের পরিচয়ই।

শিশু সাহিত্যিক ও ফটোগ্রাফার টিপু কিবরিয়া

শিশু সাহিত্যিক ও ফটোগ্রাফার টিপু কিবরিয়া

১৯৯১ সাল থেকে ১০ বছর সেবা প্রকাশনীর কিশোর পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন টিপু। ফ্রি-ল্যান্স আলোকচিত্রী হিসেবে কাজ শুরু করেন ২০০৩ সাল থেকে। গড়ে তোলেন একটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটিও। রাজধানীর মুগদায় আছে তার একটি স্টুডিও। এ সময় তার তোলা ছেলে পথশিশুদের ছবি ইন্টারনেটে বিশেষ করে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করতেন

টিপু। এই ছবি দেখে সুইজারল্যান্ড ও জার্মানির পর্নো ছবির ব্যবসায়ীরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে নগ্ন ছবি পাঠানোর প্রস্তাব দেয়। দেয়া হয় টাকার প্রস্তাবও। রাজি হয়ে যায় টিপু। ফুঁসলিয়ে ও টাকার বিনিময়ে পথশিশুদের সংগ্রহ করে নগ্ন ছবি তুলে পাঠাতে শুরু করে। কিছু ছবি পাঠানোর পরই প্রস্তাব দেয়া হয় পর্নো ভিডিও পাঠানোর। শুরু হয় ভিডিও তৈরির কাজ। সময়টা ২০০৫ সাল। নুরুল আমিন ওরফে নুরু মিয়া, নুরুল ইসলাম, সাহারুলসহ কয়েকজনের মাধ্যমে বস্তিসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে ছিন্নমূল ছেলে শিশুদের সংগ্রহ করেন টিপু। মুগদার মানিকনগরের ওয়াসা রোডের ৫৭/এল/২ নম্বর বাড়ির নিচতলায় দুই রুমের বাসা ভাড়া নিয়ে জমে ওঠে ফ্রি-ল্যান্স ফটোগ্রাফির আড়ালে পথশিশুদের দিয়ে পর্নো বানানো ও ইন্টারনেটে বিদেশে পাঠানোর রমরমা ব্যবসা। নয় বছরে কমপক্ষে ৫০০ শিশুর পর্ণোগ্রাফিক ভিডিও তৈরি করে টিপু ও তার সহযোগীরা। ৩০০-৪০০ টাকা দেওয়ার লোভ দেখিয়ে ৮-১৩ বছরের এসব পথশিশুদের এ কাজে ব্যবহার করা হতো।

শিশুদের সঙ্গে বিকৃত যৌনাচারে লিপ্ত হতেন টিপু এবং তার সহযোগীরা। বেশির ভাগ সময় ভিডিও করতেন টিপু নিজেই। একপর্যায়ে এই জঘন্য অপরাধ পরিণত হয় টিপুর নেশা ও পেশায়। আদালতে দেওয়া জবানবন্দিতে টিপু বলেছেন, তিনি পর্নো ছবি তৈরি করে জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডের তিন ব্যক্তির কাছে পাঠাতেন। এঁদের একেকজনের কাছ থেকে প্রতি মাসে ৫০ হাজার করে মোট দেড় লাখ টাকা পেতেন তিনি। তবে তদন্তকারী সংস্থা সিআইডি জানিয়েছে, ১৩টি দেশের ১৩ জন নাগরিকের কাছে শিশু পর্নোগ্রাফি পাঠাতেন টিপু কিবরিয়া। এসব দেশের মধ্যে আছে ক্যানাডা, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, মধ্য ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ। তদন্তে আরো জানা গেছে বেশির ভাগ ছবি ও ভিডিও পাঠানো হতো জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে। তারপর সেখানকার ব্যবসায়ীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এসব পর্নো ছবি বিক্রি করতো। প্রতিটি সিডির জন্য ৩শ' থেকে ৫শ' ডলার পেতেন টিপু। এই টাকা টিপুর কাছে পাঠানো হতো ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের মাধ্যমে।

টিপুর মাধ্যমে বাংলাদেশও ঘুরে গেছেন শিশু পর্নো বিক্রির দুই হোতা। চলতি বছরের (২০১৪) প্রথম দিকে জার্মানির এক পর্নো ছবি বিক্রেতা বাংলাদেশে এসেছিলেন। আর ২০১২ সালে আসেন সুইজারল্যান্ডের আরেক পর্নো বিক্রেতা। ওঠেন ঢাকার আবাসিক হোটেলে। সে সময় তাদের কাছে ছেলে শিশু পাঠান। সেই শিশুদের ধর্ষণ করে তারা। এজন্য টিপু এবং তার সহযোগীরা পায় ৮ হাজার ডলার।

ইন্টারপোলের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ১০ ও ১১ জুন খিলগাঁও, মুগদা এবং গোড়ানে অভিযান চালিয়ে টিপু কিবরিয়া এবং তার তিন সহযোগী নুরুল আমিন, নুরুল ইসলাম ও সাহারুলকে গ্রেফতার করে সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইম টিম। স্টুডিওতে আপত্তিকর অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ১৩ বছরের এক শিশুর সাথে টিপুর সহযোগী নুরুল ইসলানকে। টিপুর খিলগাঁওয়ের তারাবাগের ১৫১/২/৪২ নম্বর বাড়ির বাসা ও স্টুডিও থেকে শতাধিক পর্নো সিডি, আপত্তিকর শতাধিক স্থির ছবি, ৭০টি লুব্রিকেটিং জেল, ৪৮ পিস আন্ডারওয়ার, স্টিল ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা, কম্পিউটার হার্ডডিস্ক, সিপিইউ, ল্যাপটপসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়। [1]

শিশু ধর্ষক ও পর্নোগ্রাফার টিপু কিবরিয়া

টিপু কিবরিয়ার ফ্লিকার লিঙ্ক - http://bit.ly/2b1ZXiu

টিপু কিবরিয়ার ব্লগ (সামওয়্যার ইন ব্লগ) লিঙ্ক - http://bit.ly/2aHYxuv

উপরের তথ্যগুলো ভয়ঙ্কর। তবে বাস্তবতা এর চেয়েও লক্ষগুণ বেশি ভয়ঙ্কর। টিপু কিবরিয়ারা একটা বিশাল নেটওয়ার্কের ছোট একটা অংশ মাত্র। বিশ্বব্যাপী চাইল্ড পর্ণোগ্রাফি ও পেডোফাইল নেটওয়ার্কের ব্যাপ্তি, ক্ষমতা ও অবিশ্বাস্য অসুস্থ অমানুষিক নৃশংসতার প্রকৃত চিত্র এতোটাই ভয়াবহ যে প্রথম প্রথম এটা বিশ্বাস করা একজন মানুষের জন্য কঠিন হয়ে যায়। আর একবার এ অসুস্থতা ও বিকৃতির বাস্তবতা, মাত্রা, প্রসার, ও নাগাল সম্পর্কেজানার পর, প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় এ ভয়াবহতাকে মাথা থেকে দূর করা। আমাদের চারপাশের বিকৃত, অসুস্থ পৃথিবীটার এ এমন এক বাস্তবতা যা সম্পর্কেজানাটাই একজন মানুষের মনকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এ এমন এক অন্ধকার জগত যাতে মুহূর্তের জন্য উকি দেয়া আমৃত্যু তাড়া করে বেড়াতে পারে একজন মানুষকে।

টিপু কিবরিয়ার লেখা কিশোর হরর সিরিযের বইগুলোর ব্যাক কাভারে দুটো লাইন সবসময় দেয়া থাকতো—

“পাঠক, সাবধান! ভয়ের জগতে প্রবেশ করছ তুমি!!”

এ লাইনদুটো ছিল কিশোর হরর সিরিযের ট্যাগলাইনের মতো। সেবার বইগুলোর পাতায় উঠে আসা অন্ধকারের কল্পিত গল্পগুলোর জন্য লাইনদুটোকে অতিশয়োক্তি মনে হলেও, যে অন্ধকারে বাস্তবতার জগতের চিত্র তুলে ধরতে যাচ্ছি তার জন্য এ লাইনদুটোকে কোনক্রমেই অত্যুক্তি বলা যায় না। তাই টিপু কিবরিয়াকে দিয়ে যে গল্পের শুরু সে গল্পের গভীরে ঢোকার আগে টিপুর ভাষাতেই সতর্ককরছি—

“পাঠক, সাবধান!
ভয়ের জগতে প্রবেশ করছ তুমি!!”

৩.

টিপু কিবরিয়াকে যদি ম্যানুফ্যাকচারার হিসেবে চিন্তা করেন তবে তার বানানো শিশু পর্ণোগ্রাফির মূল পরিবেশক এবং ব্যবহারকারীরা হল পশ্চিমা বিশেষ করে ইউরোপিয়ানরা। শুধুমাত্র চোখের ক্ষুধা মেটানোয় তৃপ্ত না হয়ে টিপুর এ ইউরোপিয়ান ক্রেতাদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলাদেশে ঘুরে গেছে। কিছু ডলারের বিনিময়ে তার ইউরোপিয়ান ক্রেতাদের জন্য তৃপ্তির ব্যবস্থা করেছে টিপু কিবরিয়া। দুঃখজনক সত্য হল, পেডোফিলিয়া নেটওয়ার্কও চাইল্ড পর্ণোগ্রাফির বিশ্বব্যাপী ধারা এটাই। ঠিক যেভাবে কম খরচে পোশাকের চাহিদা মেটানোর জন্য নাইকি-র মতো আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলো ম্যানুফাকচারিং এর কাজটা “তৃতীয় বিশ্বের” দেশগুলোর কাছে আউটসোর্স করে, ঠিক তেমনিভাবে পশ্চিমা বিকৃতকামীরা শিশু পর্নোগ্রাফি তৈরি এবং শিশুকামের জন্য আউটসোর্স করে শিশু সংগ্রহের কাজটা। টিপু কিবরিয়ার মতো এরকম এ ইন্ডাস্ট্রির আরো অনেক ম্যানুফ্যাকচারার ছড়িয়ে আছে বিশ্বজুড়ে। তিনটি উদাহরণ তুলে ধরছি।

রিচার্ড হাকল – ১৯৮৬ তে ব্রিটেনে জন্মানো হাকল তার ‘নেশা ও পেশা’র বাস্তবায়নের জন্য বেছে নেয় দক্ষিন পূর্ব এশিয়াকে। লাওস, ক্যাম্বোডিয়া, সিঙ্গাপুর এবং ইন্ডিয়াতে পদচারণা থাকলেও হাকল তার মূল বেইস হিসেবে বেছে নেয় মালয়শিয়াকে। কুয়ালামপুরের আশেপাশে বিভিন্ন দারিদ্রকবলিত অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর মাঝে সক্রিয় খ্রিষ্টান মিশনারীদের সাথে সম্পর্কের কারণে সহজেই মালয়শিয়াতে নিজের জন্য জায়গা করে নেয় হাকল। কখনো ফ্রি-ল্যান্সিং ফটোগ্রাফার, কখনো ডকুমেন্টারি পরিচালক, কখনো ইংরেজী শিক্ষক, আর কখনো নিছক খ্রিষ্টান মিশনারী হিসেবে অনায়াসে মালয়শিয়াসহ দক্ষিন এশিয়ার বিভিন্ন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিশুদের কাছাকাছি পৌছে যায় সে।

২০০৬ থেকে শুরু করে প্রায় ৮ বছরের বেশি সময় ধরে দক্ষিন এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দরিদ্র শিশুদের উপর চালায় যৌন নির্যাতন। তার নির্যাতনের শিকার হয় ৬ মাস থেকে ১৩ বছর বয়সী দুইশ’র বেশি শিশু। গ্রেফতারের সময় তার ল্যাপটপে পাওয়া

যায় বিশ হাজারের বেশি পর্ণোগ্রাফিক ছবি। টিপু কিবরিয়ার মতোই ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিশু ধর্ষণের ভিডি এবং ছবি বিক্রি করতো হাকল। ছবি ও ভিডিওর সাথে যোগ করতো বিভিন্ন মন্তব্য, ক্যাপশান। এরকম একটি ওয়েবপোষ্টে হাকল লেখে, “পশ্চিমা মধ্যবিত্ত ঘরের শিশুদের চাইতে দরিদ্রদের শিশুদের পটানো অনেক, অনেক বেশি সহজ।”

তিন বছর বয়েসী একটি মেয়ে শিশুকে ধর্ষণরত অবস্থা ছবির নিচে গর্বিত হাকলের মন্তব্য ছিল— “তুরুপের তাস পেয়ে গেছি! আমার কাছে এখন একটা ৩ বছরের বাচ্চা আছে। কুকুরের মতো অনুগত। আর এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কেউও এখানে নেই!”

অন্যান্য শিশুকামীদের জন্য পরামর্শ এবং বিভিন্ন গাইডলাইন সম্বলিত "Paedophiles And Poverty: Child Lover Guide" নামে একটি বইও লিখেছিল রিচার্ডহাকল। হাকলের স্বপ্ন ছিল দক্ষিন এশীয় গরীব কোন মেয়েকে বিয়ে করে একটি অনাথ আশ্রম খোলা, যাতে করে নিয়মিত নতুন দরিদ্র শিশুদের সাপ্লাই পাওয়া যায় কোন ঝামেলা ছাড়াই। ২০১৪ সালে রিচার্ড হাকলকে গ্রেফতার করা হয়। [2]

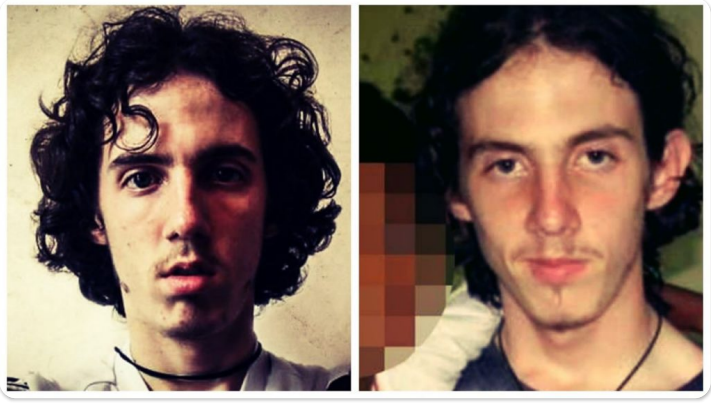

রিচার্ডহাকল

ফ্রেডি পিটস – হাকলের জন্মের আগেই হাকলের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করা লোকটার নাম ফ্রেডি পিটস। সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে ১৯৯১ পর্যন্ত, প্রায় ১৭ বছর গোয়াতে গুরুকুল নামে একটি অনাথ আশ্রম পরিচালনা করে ফ্রেডি। হাকলের মতো ফ্রেডিও ছিল ক্যাথলিক চার্চের সাথে যুক্ত। এলাকায় মানুষ তাকে চিনতো লায়ন ক্লাবের সিনিয়র সদস্য, নির্বিবাদী সমাজসেবক ‘ফাদার ফ্রেডি’ হিসেবে। টিপু কিবরিয়া এবং রিচার্ডহাকলের মতোই ফাদার ফ্রেডির আয়ের উৎস ছিল পেডোফিলিয়া এবং চাইল্ড পর্ণোগ্রাফি। তার সাথে সম্পর্কছিল ব্রিটেন, হল্যান্ড, অ্যামেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের শিশুকামী সংগঠনের। ফাদার ফ্রেডি তার আশ্রমের শিশুদের ভাড়া দিতো ইউরোপিয়ান টুরিস্ট, বিশেষ করে সমকামী ইউরোপিয়ান পুরুষদের কাছে। শিশুদের ধর্ষনের বিভিন্ন অবস্থার ছবি তুলে ইউরোপিয়ান ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করতো ফ্রেডি। নিজেও অংশগ্রহণ করতো ধর্ষণে। বিশেষ ‘ক্লায়েন্টদের’ মনমতো শিশু সংগ্রহ করে তাদের ইউরোপে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হতো ফ্রেডির “গুরুকুল” থেকে। এভাবে প্রায় দুই দশক ধরে ফাদার ফ্রেডি গোয়াতে গড়ে তোলে এক বিশাল ইন্ডাস্ট্রি।

ফ্রেডির এসব কার্যকলাপের সাথে বিভিন্ন বিদেশি ব্যক্তি এবং আন্তর্জাতিক চক্র জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও গোয়ার রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা করে এ বিষয়গুলো চাপা দেয়ার। এমনকি প্রথম পর্যায়ে চেষ্টা করা হয় দুর্বল মামলা দিয়ে ফ্রেডিকে খালাস দেয়ার। খোদ রাজ্যের অ্যাটর্নী জেনারেল এবং ট্রায়াল জাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে ফ্রেডির বিরুদ্ধে পাওয়া প্রমাণ ও নথিপত্র ধ্বংস করার চেষ্টার।

উচু মহলের এসব কূটকৌশলের সামনে রুখে দাঁড়ায় কিছু শিশু অধিকার সংস্থা এবং কর্মী। তাদের একজন শিলা বারসি। রাজ্য সরকার, মন্ত্রী, বিচারবিভাগ এবং মিডিয়ার বিরুদ্ধে গিয়ে ফ্রেডি পিটসের মামলার ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন শিলা। গ্রেফতারকালীন রেইডে ফাদার ফ্রেডির ফ্ল্যাটে পাওয়া যায় ড্রাগস, পেইন কিলার, এবং সিরিঞ্জের এক বিশাল কালেকশান। ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা হয় ২৩০৫ টি পর্ণোগ্রাফিক ছবি। মামলার কারণে, দায়িত্বের খাতিরে শিলা বাধ্য হন প্রতিটি ছবি খুটিয়ে

খুটিয়ে দেখতে। ফাদার ফ্রেডির ফ্ল্যাটে পাওয়া ২৩০৫ টি ছবিতে দেখা অন্ধকার অমানুষিক পৈশাচিকতার জগতের ভয়াবহ স্মৃতি আমৃত্যু তাকে তাড়া করে বেড়াবে বলেই শিলার বিশ্বাস।

ডেইলি ইন্ডিপেন্ডেন্টকে দেয়া সাক্ষাৎকারে শিলা বলেন—

"সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছবিটি ছিলো আড়াই বছর বয়েসী একটি মেয়ের। মেয়েটিকে ছোট ছোট হাত আর পা গুলো ধরে তাকে চ্যাংদোলা করে, অনেকটা হ্যামকের মতো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল...একটা বিশালদেহী লোক...লোকটাকে...লোকটার শরীরের আংশিক দেখা যাচ্ছিল...সে বাচ্চাটাকে ধর্ষণ করছিল। বাচ্চাটার কুঁচকানো চেহারায় ফুটে ছিল প্রচন্ড ব্যাথা আর শকের ছাপ। ছবিতে দেখেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল বাচ্চাটা সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করছিল।" [3]

ছবিগুলো দেখার পর শিলা সিদ্ধান্ত নেন যেকোন মূল্যে ফ্রেডির সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার। ১৯৯২ সালে ফ্রেডি পিটসের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়া হয়, এবং ৯৬ এর মার্চে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কারাভোগরত অবস্থায় ২০০০ সালে ফ্রেডি পিটস মারা যায়। [4]

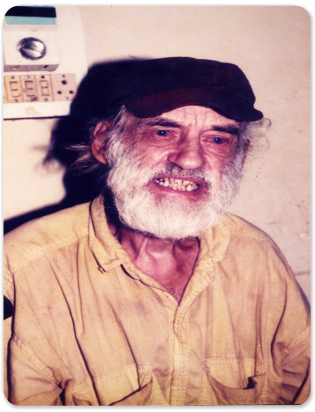

ফাদার ফ্রেডি পিটস

পিটার স্কালি – পিটার স্কালির গল্পের মতো এতো বিকৃত, নৃশংস, এবং এতোটা বিশুদ্ধ পৈশাচিকতার কাহিনী খুব সম্ভবত আমাদের এ পাইকারী বিকৃতির যুগেও খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্কালি অস্ট্রেলিয়ান। নিজ দেশে ব্যবসায়িক ফ্রডের পর নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে চলে আসে ফিলিপাইনে। কিছুদিন রিয়েল এস্টেট ব্যবসার চেষ্টার পর মনোযোগ দেয় আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য চাইল্ড পর্ণোগ্রাফি বানানোয়। বেইস হিসেবে বেছে নেয় দরিদ্র কবলিত মিন্দানাওকে। গড়ে তোলে এক চাইল্ড পর্ণোগ্রাফি সাম্রাজ্য।

টিপু কিবরিয়া, হাকল আর ফাদার ফ্রেডির মতো স্কালিও নিজেই ছিল, স্ক্রিপ্ট রাইটার, পরিচালক এবং অভিনেতা। তবে বাকিরা কেবল শিশুকামের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকলেও, বিকৃতিকে স্কালি নিয়ে যায় আরেকটি পর্যায়ে। শিশুকামের সাথে মিশ্রণ ঘটায় টর্চারের। স্কালির সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভিডিওতে ধর্ষণের পাশাপাশি মারাত্বক ধরনের টর্চার করা হয়, ১৮ মাস বয়েসী একটি মেয়েশিশুকে। ১২ ও ৯ বছরের দুটি মেয়েকে বাধ্য করা হয় ধর্ষণ ও নির্যাতনে অংশগ্রহণ করতে। যখন ভিডিও করা বন্ধ থাকতো তখন বন্দী এ মেয়ে দুটিকে বিবস্ত্র অবস্থায় কুকুরের চেইন পড়িয়ে রাখতো স্কালি। তাদের বাধ্য করতো বাসার আঙ্গিনাতে নিজেদের জন্য কবর খুড়তে। পরে এ দুজনের একজনকে স্কালি হত্যা করে। লাশ লুকিয়ে রাখে রান্নাঘরের টাইলসের নিচে। তারপর হত্যা করার ভিডিও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিক্রি করে স্কালি।

স্কালির ভিডিওগুলো দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপিয়ান পেডোফাইল এবং চাইল্ড পর্ণোগ্রাফি নেটওয়ার্কে। রাতারাতি স্কালি পরিণত হয় "সেলেব্রিটি কাল্ট-হিরোতে"। শুরুতে তার ভিডিওগুলোর জন্য Pay-Per View Streaming অফার করলেও, চাহিদা এবং জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকায় এক পর্যায়ে লাইভ স্ট্রিমিং শুরু করে স্কালি। ২০১৫ এর ফেব্রুয়ারিতে গ্রেফতার কয়া হয় স্কালি ও তার সহযোগী দুই ফিলিপিনো তরুণীকে। তদন্তকারী অস্ট্রেলিয়ান ও ফিলিপিনো পুলিশের ধারণা বিভিন্ন সময়ে

কমপক্ষে ৮ জন শিশুর উপর যৌন ও শারীরিক নির্যাতন চালানোর ভিডিও ধারণ করেছে স্কালি। তবে প্রকৃত সংখ্যাটা হতে পারে আরো বেশি। [5]

পিটার স্কালি

৪.

টিপু কিবরিয়া, রিচার্ডহাকল, ফ্রেডি পিটস, পিটার স্কালি। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে, তাদের অপরাধ এবং বিকৃতির মধ্যে বেশ কিছু যোগসূত্র বিদ্যমান। এরা সবাই শিকারের জন্য বেছে নিয়েছিল দারিদ্রপীড়িত এশিয়ান শিশুদের। এদের মূল অডিয়েন্স এবং ক্লায়েন্ট বেইস ছিল পশ্চিমা, বিশেষ করে ইউরোপিয়ান। আর এরা চারজনই চাইল্ড পর্ণোগ্রাফি এবং গ্লোবাল পেডোফিলিয়া নেটওয়ার্কের সাপ্লাই চেইনের খুব ক্ষুদ্র একটা অংশ। খুব অল্প পুঁজিতে, এবং অল্প সময়ে ওরা সক্ষম হয়েছিল বিশাল গ্লোবাল নেটওয়ার্কগড়ে তুলতে কিংবা এধরনের নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হতে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ চারজনকে সফল উদ্যোক্তাও বলা যায়।

এ চার জন ধরা পড়েছে এটা ভেবে আমরা আত্মতৃপ্তি ভোগ করতেই পারি, কিন্তু বাস্তবতা হল একটা বিশাল মার্কেট, একটা বিপুল চাহিদা ছিল বলে, আছে বলেই এতো সহজে এ লোকগুলো এই কাজগুলো করতে পেরেছিল। আমাদের কাছে এ লোকগুলোর কাজ, তাদের বিকৃতি, পৈশাচিকতা যতোই অচিন্তনীয় মনে হোক না কেন বাস্তবতা হল পিটার স্কালি কিংবা টিপু কিবরিয়ারা এ অন্ধকার জগতের গডফাদার না, তারা বড়জোড় রাস্তার মোড়ের মাদকবিক্রেতা। একজন গ্রেফতার হলে তার জায়গায় আসবে আরেকজন।

২০১৪ তে রিচার্ডহাকলের গ্রেফতারের পর ২০১৫, সেপ্টেম্বর গ্রেফতার হয় বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা শিশুকামী ও শিশুনির্যাতনকারী নেটওয়ার্কের হোতা ৭ ব্রিটিশ। ভয়ঙ্কর অসুস্থতায় মেতে ওঠা এই লোকগুলো শিশুদের ওপর চালানো তাদের পৈশাচিক নির্যাতন সরাসরি সম্প্রচার করতো ইন্টারনেটের মাধ্যমে। বিশেষ অফার হিসেবে লাইভ চ্যাটের অন্যান্য শিশুকামীদের সুযোগ দেয়া হতো ঠিক কিভাবে শিশুদেরকে নির্যাতন ও ধর্ষণ করা হবে তার ইন্সট্রাকশান দেবার। অর্থের বিনিময়ে নিজেদের সহ-মুক্তচিন্তকদের আনন্দের ব্যবস্থা করতেন তারা। ব্রিটেন জুড়ে প্রমাণ মিলেছে এরকম আরো অনেক সক্রিয় নেটওয়ার্কের অস্তিত্বের। [6]

ফ্রেডি পিটসের গ্রেফতারের পরও গোয়ার শিশুকাম ভিত্তিক টুরিস্ট ইন্ডাস্ট্রির প্রসার থেমে থাকেনি। ফাদার ফ্রেডির শূন্যস্থান পূরণ করেছে অন্য আরো অনেক ফ্রেডি। তেহেলকা ডট কমের ২০০৪ এর একটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতিবছর গোয়া থেকে ঘুরে যায় প্রায় ১০,০০০ পেডোফাইল। গোয়ায় অবস্থান করার সময় প্রতিটি পেডোফাইল যৌন নির্যাতন চালায় গড়ে আটজন শিশুর উপর। [7]

২০১৫ তে অস্ট্রেলিয়াতে গ্রেফতার হয় ম্যাথিউ গ্র্যাহ্যাম। ২২ বছর বয়েসী ন্যানোটেকনোলজির ছাত্র ম্যাথিউ নিজের বাসা থেকে

গড়ে তোলে চাইল্ড পর্ণগ্রাফি এবং পেডোফিলিয়ার এক অনলাইন সাম্রাজ্য। ম্যাথিউ নিজে কখনো সরাসরি যৌন নির্যাতনে অংশগ্রহণ না করলেও সক্রিয় পেডোফাইলদের জন্য সে হোস্ট করতো অসংখ্যা সাইট এবং ফোরাম। হোস্ট করত। বিশেষভাবে শিশুদের উপর ধর্ষণের সাথে সাথে চরম মাত্রার শারীরিক নির্যাতনের ভিডিও প্রমোট করা ছিল ম্যাথিউর স্পেশালিটি। ম্যাথিউর নেটওয়ার্কের সাথে সম্পর্কছিল আরেক অস্ট্রেলিয়ান পিটার স্কালির। [8]

ম্যাথিউ গ্র্যাইহাম/লাক্স

১৫-তেই গ্রেফতার হয় আরেক অস্ট্রেলিয়ান শ্যানন ম্যাকুল। শ্যানন কাজ করত সরকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাডিলেইড চাইল্ড কেয়ার সেন্টারে। এ সেন্টারের বিভিন্ন শিশুরা ছিল শ্যাননের ভিকটিম। এই শিশুদের অধিকাংশ ছিল ৩-৪ বছর কিংবা বয়সী কিংবা তার চেয়েও ছোট। শ্যানন যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষণের ভিডিও নিজের সাইট ও ফোরামের মাধ্যমে আপলোড ও বিক্রি করতো। খুব কম সময়েই শ্যাননের সাইট ও ফোরাম কুখ্যাতি অর্জন করে। [9]

শ্যানন ম্যাকুল

এভাবে প্রতিটি শূন্যস্থানই কেউ না কেউ পূরণ করে নিয়েছে। টিপু কিবরিয়ার রেখে যাওয়া স্থানও যে অন্য কেউ দখল করে নেয়নি এটা মনে করাটা বোকামি। আমরা জানতে পারছি না হয়তো, কিন্তু যতোক্ষণ পর্যন্ত চাহিদা থাকবে ততোক্ষণ যোগান আসবেই। সহজ সমীকরণ। একোনমিক্স ১০১।

২০০৬ এ ওয়ালস্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী চাইল্ড পর্ণোগ্রাফিতে প্রতিবছর লেনদেন হয় ২০ বিলিয়ন ডলারের বেশি। এটা ২০০৬ এর তথ্য। গত দশ বছরে মার্কেটে এসেছে হাকল, স্কালি, শ্যানন, গ্র্যাহামের মতো আরো অনেক “উদ্যোক্তা”, বেড়েছে মার্কেটের আকার। ২০১১ সালের একটি রিসার্চ অনুযায়ী ২০০৮ থেকে ২০১১, এ তিনবছরে অনলাইনে চাইল্ড পর্ণোগ্রাফি সংক্রান্ত ইমেজ এবং ভিডিও বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৭৭৪%। [10]

ইন্ডেক্সড ইন্টারনেট বা সাধারণভাবে ইন্টারনেট বলতে আমরা যা বুঝি তার তুলনায় ডিপওয়েব প্রায় ৫০০ গুণ বড়। এ ডিপওয়েবের ৮০% বেশি ভিযিট হয় শিশুকাম, শিশু পর্ণোগ্রাফি এবং শিশুদের উপর টর্চারের ভিডিও ইমেজের খোঁজে। [11]

বিষয়টা একবার চিন্তা করুন। চেষ্টা করুন এ বিকৃতির প্রসারের মাত্রাটা অনুধাবনের। পৃথিবীতে আর কখনো এধরনের বিকৃতি দেখা যায় নি এটা বলাটা ভুল হবে। পম্পেই, বা গ্রীসের কামবিকৃতির কথা আমরা জানি, আমরা জানি সডোম আর গমোরাহর ধ্বংসপ্রাপ্ত কওমে লূতের কথা। কিন্তু বর্তমানে আমরা যা দেখছি, এ মাত্রার বিকৃতি ও তার বিশ্বায়ন, এ মাত্রার ব্যবসায়ন, এ ব্যাপ্তি মানব ইতিহাসের আগে কখনো কি দেখা গেছে? আর কখনো কি হয়েছে এভাবে বিকৃতির বাণিজ্যিকীকরণ?

আমার জানা নেই। কেন এতো মানুষ এতে আগ্রহী হচ্ছে? কেন জ্যামিতিক হারে প্রসারিত হচ্ছে এ ইন্ডাস্ট্রি? কেন এতোটা মৌলিক পর্যায়ে এ হারে অবিশ্বাস্য বিকৃতি ঘটছে মানুষের? কেন বিকৃতি ঘটছে? আর কেনই বা এমনসব পৈশাচিক ঘটনার পরও এধরনের ইন্ডাস্ট্রি শুধু টিকেই থাকছে না বরং আরো বড় হচ্ছে? শ্যানন-স্কালি-টিপু কিবরিয়াদের এ নেটওয়ার্কের গডফাদার কারা? কোন খুঁটির জোরে তারা থেকে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে? একে কি শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা, কিংবা অসুস্থতা বলে দায় এড়ানো সম্ভব? সমস্যাটা কি চিরাচরিত কাল থেকেই ছিল এবং বর্তমান আধুনিক সভ্যতার যুগে এসে এর প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে? নাকি এর পেছনে ভূমিকা রয়েছে মিডিয়া ও পপুলার কালচারের? বিষয়টি কি মৌলিকভাবে মানুষের যৌনতার মাঝে বিরাজমান কোন বিকৃতির সাথে যুক্ত? নাকি এ বিকৃতি আধুনিক পশ্চিমা দর্শনের যৌনচিন্তা এবং আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার মৌলিক অংশ?

* * *

[1] শিশু পর্নোগ্রাফি॥ দুই সহযোগিসহ শিশু সাহিত্যিক টিপু কিবরিয়া গ্রেপ্তার – বাংলার মুখ

ঢাকার শিশু পর্নো চক্রের শিকার প্রায় ৫০০ বালক: পুলিশ - বিবিসি

পর্নোছবি নির্মাণের অভিযোগে শিশু সাহিত্যিক টিপু গ্রেফতার – বাংলানিউয২৪

নয় বছর ধরে শিশু পর্নো তৈরিতে যুক্ত টিপু কিবরিয়া -১৩ দেশে পাঠানো হতো এসব পর্নো ছবি – প্রথম আলো

অর্থের লোভে শিশু পর্নোগ্রাফি করেছি, সিআইডির জিজ্ঞাসাবাদে কিবরিয়া – দেশ টিভি

[2] Prolific Paedophile Raped Babies And Toddlers . Huckle Tried To Cash In On Child Abuse Pics

British paedophile 'planned to marry victim and abuse foster children'

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Huckle

[3] Why Goa should never forget Freddy Peats? Notorious child abuser arrested in the 90's

[4] A Can Of Worms: Paedophile Freddy Peats is convicted, but is it an isolated case?

Their latest holiday destination: Tim McGirk tells a horror story from India, the country now favoured by sex tourists

Freddy Peats died

Tehelka Articles Archive

Six-year-old sexually abused victim describes how he was sodomised

[5] Catching a monster: The global manhunt for alleged pedophile Peter Gerard Scully

Execution calls for Melbourne man Peter Gerard Scully accused of depraved acts in the Philippines

Peter Gerard Scully made Philippines children dig own grave: victims

This is the face of Australia's most dangerous man.

[6] Seven members of 'terrifyingly depraved' paedophile gang jailed

[7] The Violence of Paedophilia in Goa

[8] Melbourne 'hurtcore' paedophile master Matthew Graham pleads guilty

[9] Shannon McCoole: Notorious paedophile testifies against alleged administrator of dark net abuse ring

[10] Measuring the Child-Porn Trade

Sexual Predators/ Exploitation/Child Pornography

[11] Over 80 Percent of Dark-Web Visits Relate to Pedophilia, Study Finds